سورة الشمس

সূরা শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৫ আয়াত ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝٣ وَالَّيْلِ
اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦ وَنَفْسٍ
وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩ وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢
فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার, (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃ-পর আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের (অস্ত যাওয়ার) পেছনে আসে (অর্থাৎ উদিত হয়। এখানে মধ্য-মাসের কয়েক রাত্রির চাঁদ বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চন্দ্র উদিত হয়। একথা যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নূরের সময় ; যেমন وضحها বলে সূর্যের পরিপূর্ণ নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এ সময় কুদরতের দু'টি নিদর্শন সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায়)। শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে (ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত করে। (অর্থাৎ রাত্রি গভীর হয়ে যায়, তখন সূর্যের কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। পরিপূর্ণ অবস্থার শপথ করার জন্য প্রত্যেকটির সাথে 'যখন কথাটি বারবার' যোগ করা হয়েছে)। শপথ আকাশের এবং তার, যিনি তাকে নির্মাণ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। এমনিভাবে مَا طَحٰهَا ও مَا سَوّٰهَا-এর মধ্যেও বুঝতে হবে। সৃষ্টির শপথকে স্রষ্টার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এরূপ হতে পারে যে, এখানে চিন্তাকে প্রমাণ থেকে দাবীর দিকে স্থানান্তর করা উদ্দেশ্য। স্রষ্টা দাবী এবং সৃষ্টি তার প্রমাণ। সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে)। শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। শপথ (মানুষের) প্রাণের এবং তার, যিনি একে (সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের (উভয়ের) জ্ঞানদান করেছেন। (অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর অসৎ কর্মী ও সৎ কর্মীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় (অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে)। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। (এরপর শপথের জওয়াব উহ্য আছে। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিপ্ত রয়েছ, তখন অবশ্যই গযব ও ধ্বংসে পতিত হবে। পরকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে; যেমন সামূদ গোত্র এই অসৎ কর্মের কারণে আল্লাহ্র গযব ও আযাবে পতিত হয়েছে। তাদের ঘটনা এই :) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা-বশত (সালেহ্ পয়গম্বরের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল, (এটা তখনকার ঘটনা) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি (উষ্ট্রী হত্যায়) তৎপর হয়ে উঠেছিল। (তার সাথে অন্যান্য লোকও শরীক ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্র রসূল [সালেহ্ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল্প জানতে পারেন, তখন] তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক (অর্থাৎ উষ্ট্রীকে হত্যা করো না এবং তার পানি বন্ধ করো না। হত্যা সংকল্পের আসল কারণও ছিল পানির পালা, তাই একে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকরূপে একে সৃষ্টি করে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে কায়েম করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী করে দিয়েছিলেন)।

অতঃপর তারা তাকে (অর্থাৎ নবুয়তের উষ্ট্রীরূপী প্রমাণকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল (কেননা তারা তাঁকে রসূল গণ্য করত না) এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে সেই ধ্বংসকে (সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য) ব্যাপক করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা (কারও পক্ষ থেকে) এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না (যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণআন্দোলনের আশংকা করে থাকেন। সামূদ সম্প্রদায় ও উষ্ট্রীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا এখানে ضحى শব্দটি অর্থগতভাবে شمس-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضحى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا — অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا — এখানে جلها-এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا — অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا—এখানে ما অব্যয়কে مصدرية ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে ما অব্যয়কে من-এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খিলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ ঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا—এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে---এক. শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا—الهام-এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فجور শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন,

কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا—

—অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্টপোষক।

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا—অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تزكية শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। دس -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে ঃ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ—কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا—دمدم শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا-এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করো না। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে

ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।
